দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 MAY 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

105

ডিসি'র নেয়া সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে চূড়ান্ত নির্বাচন

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিধিবহির্ভূত পদ্ধতি প্রবর্তন

।। রেজা রায়হান ।। বিধিমালা সংশোধন ছাড়াই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষক নির্বাচন কমিটির নেয়া লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে তৈরি মেধা তালিকার ভিত্তিতে সরাসরি শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলা হয়েছে। এর পরিবর্তে ডেপুটি কমিশনারদের নেয়া সাক্ষাৎকারে উত্তীর্ণরাই কেবল প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষক পদে নিযুক্তি লাভ করবেন। ডিসি কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণের পদ্ধতির প্রবর্তন সম্পর্কিত শীর্ষ পর্যায়ে গৃহীত এ সিদ্ধান্ত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ গত ৮ই মে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে জানিয়েছে। এর ফলে প্রধান শিক্ষকের ২ হাজার ৩শ' ৭৯টি এবং সহকারী শিক্ষকের ৫ হাজার ৯শ' ৭৯টি শূন্য পদসহ মোট ৮ হাজার ৩শ' ৫৮টি শূন্য পদ পূরণের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে মেধা যাচাইয়ের ব্যবস্থা ভন্ডুল হয়ে যাবার আশংকা দেখা দিয়েছে। এই ব্যবস্থায় শিক্ষক নিয়োগে যাতে কোন ধরনের দুর্নীতির সুযোগ না থাকে সেজন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে পরীক্ষা এবং উত্তরপত্রে কোড নম্বর ব্যবহার করে তা কম্পিউটারের মাধ্যমে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯১-এ প্রাথমিক শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণের কোন ব্যবস্থা নেই। ঐ বিধিমালার ৮ নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব এ বছরের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে চেয়ারম্যান করে ৮ সদস্যের যে 'কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষক নির্বাচন কমিটি' গঠন করেছেন তার কার্যাবলীর মধ্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণের উল্লেখ নেই। কমিটির কার্যাবলীতে বলা আছে : "এই কেন্দ্রীয় কমিটি কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশ্নপত্র তৈরি, মুদ্রণ ও বিতরণ এবং একই তারিখে সারাদেশে শিক্ষক নিয়োগের নিমিত্ত জেলা পর্যায়ে বাছাই পরীক্ষা এবং থানাভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের প্যানেল প্রস্তুতকরণ নিশ্চিত করিবে।" এমনকি গত বছরের এপ্রিলে সংবাদপত্রে প্রকাশিত শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে লিখিত পরীক্ষার কথাই বলা হয়। ইতিপূর্বে '৯০ সালে **শিক্ষক : পৃঃ ১২ কঃ ৪**

শিক্ষক ঃ ডিসি'র সাক্ষাৎকার

(১ম পৃষ্ঠার পর) *প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের সময়ও কেবলমাত্র লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং দুর্নীতির আশংকায় সাক্ষাৎকার বাদ দেয়া হয়। সম্প্রতি তিনটি পার্বত্য জেলা বাদে দেশের ৬১টি জেলায় জেলা প্রশাসককে চেয়ারম্যান, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে সদস্য সচিব এবং একজন শিক্ষককে সদস্য করে ৩ সদস্যের যে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষক নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়েছে তা বিধিমালার পরিপন্থী। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জেলা প্রশাসকদের কাছে পাঠানো সার্কুলারে এ কমিটিকে প্রত্যেক থানায় প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদের তিনগুণ প্রার্থীর মৌখিক সাক্ষাৎকার নিতে বলা হয়েছে। এজন্য লিখিত পরীক্ষার সমান (৫০ শতাংশ) নম্বর রাখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলার মন্ত্রী, এমপিদের সুপারিশে নিয়োগপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসকরা তাদের পৃষ্ঠপোষকদের তালিকা অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ করবেন— এ আশংকার কারণেই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সাক্ষাৎকার গ্রহণের তীব্র বিরোধিতা করে। শীর্ষ পর্যায়ের সিদ্ধান্তে বিধিমালাবহির্ভূত সাক্ষাৎকার চাপিয়ে দেয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ এবং অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা শিক্ষক নিয়োগে 'মহা কেলেংকারি'র আশংকা করছেন। তবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি অধীন বলে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যাপারে প্রথম দিকে আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত কর্মকর্তারা বাধ্য হয়েই মেনে নিয়েছেন।*